দৈনিক ইত্তেফাক

31

তারিখ ... AUG 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

নবম-দশম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস প্রসঙ্গে

জুলাই-এর ১১, ২১, ২৯ এবং আগষ্টের ১ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নবম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস প্রসঙ্গে যে চারখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম পত্রের লেখক জনাব আবুল কালাম আজাদ তাঁহার সুচিন্তিত মতামত স্বল্প পরিসরে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রের লেখক জনাব হাবিবুর রহমানের পত্রখানা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, তিনি যেন স্কুল-বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আসলে নবম শ্রেণীর সিলেবাস সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্র বলিয়া একটা কথা আছে। কোন কিছু করিতে হইলে বা বলিতে হইলে এই স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিতে হইবে।

জনাব হাবিবুর রহমান তাঁহার চিঠিতে লিখিয়াছেন–"বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন, কমিউনিকেটিভ ইংরেজী শিখান হইতেছে এবং আমাদের দেশেও তাহাই প্রয়োজন।" ভাল কথা। 'দশে করে যে কর্ম, না করিলে হয় অধর্ম।' তবে দুঃখের বিষয়, বিশ্বের কোন দেশের নাম তাঁহার পত্রে উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধিতে আনিতে পারা গেল না। অনেকেই জানেন, একবার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডিগ্রীতেও ইংরেজী শিক্ষা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহা ফলপ্রসূ ছিল না বিধায় পুনরায় তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরেজী শিক্ষা চালু করা হয়। সম্প্রতি ডিগ্রীতেও চালু করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের স্কুল বিদ্যমান থাকিবার কারণে কোন কোন স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মূল কথা হইতেছে, ভাষা শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। শিশুকাল হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে এবং অনবরত অভ্যাসের দ্বারাই তাহা সম্ভব। ইহার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। আমাদের দেশে সেই পরিবেশ কোথায়? এখনো যে দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক অক্ষরজ্ঞানহীন সে দেশে মুখস্থ-কণ্ঠস্থ ব্যতীত শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প কোন পন্থা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। সে যাহাই হউক, গ্রামার হইল ভাষা শিক্ষার একটি সংবিধান। ইহার মধ্যেই ভাষা শুদ্ধ করিয়া বলিতে, পড়িতে ও লিখিতে পারিবার নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। টেন্স, ভয়েস, ন্যারেশন, ট্রানশ্লেশন শেখাকে যদি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা নয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে 'ইয়েস স্যার, নো স্যার, ভেরি গুড স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, হাউ আর ইউ' শিখিলেই কি ইংরেজী শিক্ষা হইয়া গেল? যদি তাহাই হয়, তবে বাজারে '৩০ দিনে ইংরেজী শিক্ষা' বইয়ের অভাব নাই। তাহার একখানা কিনিয়া পড়িলেইতো যথেষ্ট। অযথা স্কুল-কলেজের বাড়তি ঝামেলা পোহাইতে হইবে কেন?

নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকখানির ১৪ পৃষ্ঠার পঞ্চম পাঠে দেখা যায়, হাসান তাহার সহপাঠী কামালকে জানাইতেছে, তাহার এক চাচা ইংল্যাণ্ড হইতে ইংরেজী লেখা কয়েকখানি পুস্তক পাঠাইয়াছেন। সে নিয়মিত সেগুলি পড়ে। তাহাছাড়া, সে গ্রামারের প্রতি ইন্টারেস্টেড এবং কেমন করিয়া সেন্টেন্স তৈরী করিতে হয় তাহাও সে জানে। তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, হাসান গ্রামার পড়িয়াই সেন্টেন্স তৈয়ারীর নিয়ম-কানুন শিখিয়াছে। এখানে একটা বাড়তি কথার উল্লেখ করি। যখন হাসানের মত বাংলাদেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর চাচা ইংল্যাণ্ড হইতে ইংরেজীতে লিখা বই পাঠাইবেন কেবল তখনই এই কমিউনিকেটিভ ইংরেজীর কথা চিন্তা-ভাবনা করা যাইবে তাহার পূর্বে নহে। আপাতত মুখস্থ-কণ্ঠস্থের যুগই বিদ্যমান থাকুক। এখন ট্রানশ্লেশনের কথায় আসা যাক। বাংলাদেশী একটি শিশু মাতৃক্রোড় হইতে বাংলা শিখিতে থাকে।

তাহার চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে লালিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গীতাঞ্জলি কাব্য স্বয়ং অনুবাদ করিয়া নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অতএব ট্রানশ্লেশন পাঠের গুরুত্ব সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার হয়তো অপেক্ষা রাখে না। অতএব যিনি যাহাই বলুন না কেন বর্তমান পদ্ধতির এই কমিউনিকেটিভ ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্ভবপর নহে তাহা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাইতে পারে।

এ, কিউ, এম, তোবারক হোসেন,
৮৪, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।